ইত্তেফাক

তারিখ 20 AUG 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

৯টি শিক্ষা বোর্ড গঠন ও পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের সুপারিশ

। গিয়াসউদ্দিন আহমদ ।

পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি উহার রিপোর্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পেশ করিয়াছে। বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রতি বৎসর বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হইতেছে। এই পরিস্থিতি হইতে উত্তরণের জন্য একটি সুষ্ঠু পরীক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত বৎসরের অক্টোবর মাসে প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রফেসর মুহম্মদ শামসুল হককে চেয়ারম্যান করিয়া ২৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি পরীক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে জনমত যাচাইয়ের জন্য একটি প্রশ্নমালা প্রনয়ণ করে। প্রশ্নমালার ৩০ হাজার কপি বিভিন্ন মহলের মধ্যে বিতরণ করা হয়। কমিটি কয়েকটি নির্ধারিত দেশের

(১২শ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

পরীক্ষা পদ্ধতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিও পর্যালোচনা করে। ইহাছাড়া, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী, পরীক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি সংস্কার ও উন্নয়নকল্পে ইতিপূর্বে যে সকল

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

56

ইত্তেফাক

তারিখ 20 AUG 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

পরীক্ষা পদ্ধতি

(১ম পৃঃ পর)

কমিটি বা কমিশন গঠন করা হইয়াছিল তাহাদের রিপোর্টও পর্যালোচনা করা হয়। প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরীক্ষার্থীকে সকল বিষয়ে কৃতকার্য হইতে হয় এবং কোন একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হইলে পরবর্তীতে তাহাকে আবার সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির মতে এই রীতি সমর্থনযোগ্য নয়। কমিটি মনে করে যে, পরীক্ষার্থী যে বিষয়ে অকৃতকার্য হইবে কেবল সেই বিষয়েই তাহাকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া উচিত। অবশ্য কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা রীতি ইতিপূর্বে দেশে চালু ছিল।

বোর্ডের পরীক্ষা গ্রহণে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের জন্য দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। পরীক্ষা পদ্ধতিতে যে ধরনের সংস্কার কমিটি প্রস্তাব করিয়াছে, তাহা বাস্তবায়িত হইলে পরীক্ষা গ্রহণ এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নের সময় বর্তমান সময়ের তুলনায় অর্ধেক কমিয়া আসিবে। অন্তর্বর্তীকালে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রধান পরীক্ষকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে একটি নির্দিষ্ট স্থানে পরীক্ষকগণ উত্তরপত্র মূল্যায়ন করিবে। সেই সঙ্গে সময় হ্রাস করার জন্য পরীক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব রহিয়াছে। কমিটি পরীক্ষার্থীর সংখ্যার ভিত্তিতে পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা এবং অবস্থান নির্ধারণ করার সুপারিশ করিয়াছে। সুপারিশে প্রতিটি উপজেলায় অন্ততঃ একটি মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন, কোন অনিবার্য কারণে যদি পরীক্ষার্থিগণ তাহাদের নিজ প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা দিতে হয় তাহা হইলে তাহাদের শিক্ষকদের পরিদর্শকের দায়িত্ব দেওয়া যাইবে না।

কমিটি ছাত্র সংখ্যার হার অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ৪টির স্থলে ৯টি করার সুপারিশ করিয়াছে। শিক্ষা বোর্ড স্থাপন ও পরিচালনার জন্য সরকারী কোষাগার হইতে কোন অর্থ ব্যয় হইবে না বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বোর্ডসমূহ নিজেদের আয় হইতে সকল ব্যয় নির্বাহ করিয়া থাকে এবং কোন নতুন বোর্ড স্থাপন করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট বর্তমান ৪টি বোর্ডের সম্পদ ও দায় ভাগাভাগির মাধ্যমে প্রাথমিক বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা যাইবে বলিয়া কমিটি মত প্রকাশ করিয়াছে। কমিটি মনে করে যে, প্রতিটি বোর্ডে গড়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৪০ হাজারের উর্ধ্বে না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

উল্লেখ্য, ১৯৬১ সনে সারাদেশে একটি শিক্ষা বোর্ড ছিল, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৬২ সনে সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করিয়া আরও তিনটি বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। তখন হইতেই দেশের ৪টি বিভাগে ৪টি শিক্ষা বোর্ড নিজ নিজ এলাকায় পরীক্ষা নেওয়ার দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছে। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা এবং বাস্তব পরিস্থিতিতে সেমিষ্টার পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করিয়া কমিটি মনেকরে যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই পদ্ধতি কার্যকর করা বর্তমানে সম্ভবপর নয়।

বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি প্রধানতঃ বহিঃপরীক্ষা ভিত্তিক, বোর্ড কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীর পাস ফেল নির্ধারণ করা হয়। এ পরীক্ষায় স্কুল এবং কলেজের ভূমিকা নাই বলিলেই চলে। পরীক্ষার্থীর মেধা মূল্যায়নে স্কুল-কলেজের ভূমিকা থাকা বাঞ্ছনীয়। তাই পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণে পরীক্ষামূলকভাবে বহিঃ-পরীক্ষায় শতকরা ৮০ ভাগ ও অন্তঃপরীক্ষায় শতকরা ২০ ভাগের সুপারিশ করিয়াছে।

বৎসরে অন্ততঃ দুইটি অন্তঃ-পরীক্ষা নিতে হইবে। অন্তঃ পরীক্ষার ফলাফল চূড়ান্তকরণের দায়িত্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের সভাপতিত্বে শিক্ষক পরিষদ অথবা কমপক্ষে ৫ জন সিনিয়র শিক্ষক সমন্বয়ে গঠিত অন্তঃপরীক্ষা কমিটির উপর অর্পিত হইবে। অন্তঃপরীক্ষার রেকর্ড শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ যত্নের সহিত সংরক্ষণ করিবে।

কমিটি মনে করে যে, বর্তমানে প্রচলিত প্রশ্নপত্রের ধরন মূলতঃ রচনাধর্মী। এধরনের প্রশ্নকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সর্বাপেক্ষা গুরুতর ত্রুটি বলিয়া মনে করা হয়। বিভিন্ন দিক বিচার বিবেচনা করিয়া কমিটি সুপারিশ করিয়াছে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বিষয়ে রচনাধর্মী, নৈর্ব্যক্তিক এবং সংক্ষিপ্ত জবাব প্রশ্নের নম্বর রচনাধর্মী ভাষা ও সাহিত্য শতকরা ৫০ ভাগ, সংক্ষিপ্ত জবাব শতকরা ৫০ ভাগ এবং অন্যান্য রচনাধর্মী শতকরা ৪০ ভাগ ও সংক্ষিপ্ত জবাব শতকরা ৬০ ভাগ।

পরীক্ষা উন্নয়ন ও পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের জন্য কমিটি যে সকল প্রস্তাব করিয়াছে, তাহার বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালনের জন্য একটি পরীক্ষা উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা সেল স্থাপন করা আবশ্যক বলিয়া কমিটি মনে করে। এই সংস্থার দায়িত্ব হইবে নূতন ধরনের প্রশ্ন প্রণয়ন, প্রশ্নপত্রের সংস্কার, পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন ইত্যাদি।

পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির রিপোর্ট প্রসঙ্গে শিক্ষা সচিব কাজী আজাহার আলীর সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি জানান যে, কমিটির রিপোর্ট মন্ত্রী পরিষদের সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করা হইবে।